দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 24 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...[illegible]... কলাম ...[illegible]...

'পাঁচ আদুভাই'র কাছে দু'হাজার শিক্ষার্থী জিম্মি

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এক মাস ধরে চলছে অরাজকতা, পরীক্ষা ক্লাস হোস্টেল বন্ধ করে রেখেছে ক্যাডাররা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ এক দশকেও পলিটেকনিকের গণ্ডি পার না হওয়া পাঁচ আদু ভাই অন্যায়ভাবে পুনর্ভর্তি আবদার করে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা, ক্লাস, আবাসিক হোস্টেল ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড শনিবার বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্রদলের এই পাঁচ ক্যাডারের কাছে জিম্মি এখন ইনস্টিটিউটের দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ওরা এখন নব্য ছাত্রদল ক্যাডার হয়ে ইনস্টিটিউট শাখার ছাত্রদলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বলেছে, সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ ছাড়া এখানে আর পড়াশোনা চালানো সম্ভব নয়। বার বার লিখিত ও মৌখিকভাবে পুলিশের সহযোগিতা চেয়েও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

টানা এক মাস ধরে অরাজক অবস্থা চলছে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। একাধিক হত্যা মামলার আসামী এসব আদুভাই চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস চালানোর জন্য ছাত্রত্বের লেবাস পরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। শিক্ষকরা বলেছেন, পড়াশোনার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এদের আর ভর্তি করা হবে না। তা ছাড়া এদের ভর্তির আর কোন নিয়মও নেই। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের গাড়িতে গত বুধবার ইট-পাটকেল মারার পরও শিক্ষকরা তাঁদের অবস্থান ও সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা দিন কাটাচ্ছেন চরম ঝুঁকির মধ্যে।

পেশীশক্তির জোরে দীর্ঘদিন ধরে পলিটেকনিকে রাম[illegible] কায়েম করে আসছে এসব সন্ত্রাসী। ফলে [illegible] লিটেকনিকে বিরাজ করছে অস্থিতিশীল অবস্থা। [illegible] মামলার আসামীদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে

(১২-এর পাতার পর)

ইনস্টিটিউটের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী। ওদের দাবি পুনর্ভর্তি করতে হবে। ইনস্টিটিউটের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে শিক্ষকরা এতে রাজি নন। আদু ভাইরা মন্ত্রী পর্যায়ে তদ্বির করতে গিয়েও সফল হয়নি।

এই চার সন্ত্রাসী জাতীয় ছাত্রসমাজ, ছাত্রলীগ থেকে শুরু করে এখন ছাত্রদলের লেবাস পরেছে। ক্ষমতাসীন দলকে এরা সব সময় ব্যবহার করে আসছে। ইনস্টিটিউটের ছাত্রদলকে বর্তমানে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। শনিবার ওরা ইনস্টিটিউটে তালা লাগিয়ে দেয়। রেফার্ড পরীক্ষার্থীদের দুপুর দুটায় গেট থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভিতর থেকেও কাউকে বাইরে বের হতে দেয়নি। হাতে লেখা পোস্টার সেঁটে দিয়েছে দেয়ালে। এতে লেখা– পুনঃ ভর্তি না করলে পরীক্ষা ও ক্লাস বন্ধ থাকবে।

জানা যায়, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করার জন্য ওদের ছাত্রত্ব থাকা জরুরী। ১৯৯১ সাল থেকে বার বার ভর্তি হয়ে ওরা ছাত্রত্ব বজায় রেখে চলেছে। ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা যায়, এদের মধ্যে রয়েছে মাসুদ, শাওন, জাহেদ ও মামুন। ছাত্রদল নেতা ইমরানুল কায়েসকে সামনে রেখে ওরা ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেজগাঁও থানা সূত্রে জানা যায়, এদের বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, ওদের কোন নিয়মের আওতায় এখন ভর্তি করা সম্ভব নয়। তা করতে হলে নিয়ম পাল্টাতে হবে।

এদিকে আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হবে মিডটার্ম পরীক্ষা। ছাত্রছাত্রীদের এখনই প্রস্তুতি নেয়ার সময়। কিন্তু হল থেকে বের করে দেয়ায় ওদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। এক অরাজক অবস্থা চলছে ইনস্টিটিউটে। থমথমে পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে আসতে সাহস পাচ্ছে না।